মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৬১ সালের "তদানিন্তন ইস্ট পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন অর্ডিনেন্স নং-XXXIII এবং পরবর্তীতে ৩০-০৯-১৯৬১ তারিখে ৭২৬-শি নং সরকারী আদেশে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যাত্রা শুরু করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, স্কুল-কলেজের স্বীকৃতি নবায়ন, নির্ধারিত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং উর্ত্তীণ পরীক্ষাত্রীদের একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান বোড্রের মূখ্য উদ্দেশ্য । বর্তমানে এ বোড্রের আওতায় রয়েছে খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একাদশ শ্রেণিতে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী অনলাইনে ভর্তি।
- মন্ত্রণালয়ে সম্মতি জ্ঞাপনের পর মাধ্যমিক পর্যায়ে ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি।
- নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান করা
- ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর অনলাইনে নিবন্ধন সম্পন্ন করা
- এসএসসি পরীক্ষায় ২০২২ সালে ১,৬১,৩১৪ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ৩১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শাখা এবং প্রায় ৪০০ টি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৮ টি টেন্ডার সম্পন্ন করা
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান
- পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, সেটার, মডারেটর এবং বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা অনলাইনে পরিশোধ ।
- সনদ বিতরণ, মার্কশীট বিতরণ এবং আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শাখা কর্তৃক অনলাইনে ৩০৮২টি টিসি আবেদন নিষ্পত্তি, ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) , নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯৩০ টি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়ন, স্কুল এন্ড কলেজ ও কলেজ পর্যায়ে ১৪০ টি গভর্নিং বডির অনুমোদন, ৬৪২৩ টি নাম ও বয়স সংশোধন, ৬৪৬ টি দ্বি-নকল সনদ প্রদান, ৫৭৭৭টি ডকুমেন্ট ফ্রেশ কপি প্রদান, ৪৩৩ টি ভর্তি বাতিল এবং ৬৬১২ টি আক্ষরিক সংশোধন;

ক) ২০২২ সালে এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা/ উত্তীর্ণের সংখ্যা/পাসের হার

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী	পাসের হার
এসএসসি	১৬৯৫০১	১৬১৩১৪	৯৫.১৭
এইচএসসি			

খ) ২০২১ সালে একাদশ শ্রেণিতে/এইচএসসিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৪২,১০৯ জন

গ) ১৪০ টি গভর্নিং বডির অনুমোদন হয়। সনদ বিতরণ হয়েছে, মাধ্যমিকে ১,৬৬,৮৫৩টি সনদ বিতরণ ও উচ্চ মাধ্যমিকে ১,২৫,৮০৯ টি সনদ বিতরন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ে ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে ১২ট অভিযোগ নিষ্পত্তি

ঘ) ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ১০০জন কে। বিষয়বস্তু সুশাসনের ৫টি সূচক যেমন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ।

ঙ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৮ টি টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, সেটার, মডারেটর এবং বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য ৩৯,৫৩,৮৫,৭৯২/- ঊনচল্লিশ কোটি তিপ্পান্ন লাখ পঁচাশি হাজার সাতশত বিরানব্বই টাকা অনলাইনে পরিশোধ ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

১. অনলাইনের মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা
২. ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদন করা
৩. বোর্ডের সকল বিভাগের কার্যক্রম ই-ফাইলিং ও ই-নথি আওতায় নিয়ে আসা
৪. যথাসময়ে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, পূন:নিরীক্ষার ফল প্রকাশ ও বৃত্তির ফল প্রকাশ করা
৫. দ্রুততার সময়ে পাসকৃতদের মাঝে সনদ ও মার্কশিট বিতরণ করা
৬. স্কুল/কলেজসহ সকল সেবা গ্রহীতার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা
৭. শিক্ষার্থীর নিবন্ধন ও ফরমফিলআপের ফিস অনলাইনের মাধ্যমে ব্যাংকে প্রেরণ
৮. শিক্ষার্থীর নিবন্ধন কার্ড ও প্রবেশপত্র অনলাইনে বিতরণ করা
৯. পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলসহ সকল তথ্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মোবাইলে প্রেরণ
১০. অনলাইনে দ্বিনকল/ত্রিনকল ডকুমেন্ট উত্তোলনের আবেদন গ্রহণ, নিষ্পত্তি ও সেবা প্রদান
১১. প্রকল্প গ্রহণ: শেখ হাসিনা মাল্টিপারপাস অডিটরিয়াম নির্মাণ